সম্পাদকের কলমে.....

প্রযুক্তগতভাবে আমরা যতটা এগিয়ে ততটাই আমরা পিছিয়ে পড়ছি সামাজিকভাবে। প্রযুক্তির অপব্যবহারের জালে সমাজ আজ যাচ্ছে যা আমাদের মানব জীবনের প্রগতিশীল ভাবনাকে সংকুচিত করছে। সমাজে অন্ধবিশ্বাস ও প্রযুক্তির মধ্যে গভীর সংকট তৈরি হয়েছে যা আমাদের সার্বিক বিকাশের অন্তরায়। আমরা যেন কোন এক অজানা চক্রব্যুহের মধ্যে পড়ে, তার থেকে উদ্ধারের জন্য নিরন্তর লড়াই করে চলেছি। প্রগতিশীল ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে **কাজলা জনকল্যাণ সমিতি** নিরলস কাজ করতে করতে আজ ৭৫ বছরে পা দিয়েছে এবং **প্ল্যাটিনাম জুবিলী** উৎযাপনে ব্রতি হয়েছে।

সমিতি বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় দরিদ্র, অবহেলিত, শোষিত মানুষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু সুরক্ষা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কর্মসূচীর উপর কাজ করছে।

এই কর্মসূচীগুলিকে বাস্তবায়নের জন্য এগিয়ে এসেছেন বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দাতা সংগঠন, ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কে.কে.এস.-জার্মানী, ইউনিসেফ, সীডস্-নিউ দিল্লী, ইন্ডেনহিলফে ই.ভি. হারসিং – জার্মানী, হামিংবার্ড ফাউন্ডেশান- ইউ.কে., ক্রাই, সেভ্ দ্যা চিল্ড্রেন-বি.আর.বি., ফেয়ার চাইল্ডহুড-জার্মানী, গুঞ্জ, ডি.পি. আহুজা ফাউন্ডেশান, কগ্নিজেন্ট টেকনোলজি সলিউশান লিমিটেড, স্টেট আই.এ.জি.-পশ্চিমবঙ্গ, ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ স্পোর্টস, নারী ও শিশু উন্নয়ণ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর-পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু সুরক্ষা সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ, Directorate of Child Rights & Trafficking, Govt. of WB, West Bengal Right to Education Forum, WBEN, লীলাবতী এ্যান্ড ফনীন্দ্রনাথ দে মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ওয়েস্টবেঙ্গল সোস্যাল অয়েলফেয়ার এ্যাডভাইসারী বোর্ড, এল.আই.সি.-ইন্ডিয়া খড়্গপুর ডিভিশান, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-কাঁথি শাখা, কাজলা সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতি, রোটারী ইন্ডিয়া হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশান, রীচ ইন্ডিয়া-কোলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট, চৈতন্যপুর নেত্র নিরাময় নিকেতন-এর মতো বিভিন্ন দাতা ও সাথী সংগঠন। এছাড়াও কেরী ল্যাক্সটন-অস্ট্রেলিয়া, জন ল্যাক্সটন, এমিলী ফানিং, সঙ্গীতা মন্ডল, ডাঃ অরুন শেখর দে, শ্রী তপন চক্রবর্তী, মীর মমরেজ আলী, শ্রী সুধীর পাহাড়ী, শ্রী দূর্গাপদ পাহাড়ী, শ্রী সুশীল পাহাড়ী ও তাঁর পরিবার, লায়েন্স ক্লাব-কাঁথি, কাঁথি পৌরসভা, কাঁথি মহকুমার ব্লাড ব্যাঙ্ক, কাঁথি মহকুমার সহ-কৃষি অধিকর্তার অফিস, কাঁথি মহকুমার সহ-শ্রম অধিকর্তার অফিস, পুলিশ প্রশাসন, সংবাদ মাধ্যম(প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক), সমিতির কাজের এলাকাভুক্ত বিভিন্ন সরকারী অফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আমরা অনুপ্রাণিত। আমরা এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

আনন্দের বিষয়, কাজলা জনকল্যাণ সমিতি GNDR- Global Network of Civil Society Organization for Disaster Reduction এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। বর্তমান বছরে সমিতির সঙ্গে KNH ও APPI এর সম্পর্ক তৈরি হয়েছে, এরফলে আগামী দিনে কাজের এলাকায় নতুন প্রকল্প রূপায়িত হবে।
খুবই বেদনার সঙ্গে জানাই, সমিতির প্রাক্তন সভাপতি কালিপদ মিশ্র, প্রাক্তন সহ-সভাপতি পীতাম্বর দাস, সেক জয়নাল উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ সত্যরঞ্জন দাস এবং সমিতির প্রসূতি কল্যাণ বিভাগের প্রথম কর্মী সরোজিনী কর মহোদয়গণ ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তাঁদের আত্মার সদ্গতি এবং তাঁদের পরিবারে শান্তি বিরাজ করুক এই কামনা করি।

সমিতির সকল সদস্য-সদস্যা, স্বেচ্ছাসেবী ও কর্মীবন্ধুগণ তাঁদের কর্মনিষ্ঠা, সততা, একাগ্রতা, দায়িত্ব, উৎসাহ, উদ্যোগ ও দক্ষতার গুণে সমিতির প্রত্যেকটি কর্মসূচীকে সাফল্য মন্ডিত হয়েছে, তাঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

এই বার্ষিক প্রতিবেদনের উপর আপনার গঠনমূলক পরামর্শ প্রত্যাশা করি।

তাং- ২৭/০৭/২০১৯

স্বপন পন্ডা
সাধারণ সম্পাদক
কাজলা জনকল্যাণ সমিতি

সমিতির স্বপ্ন –

সমিতি এমন এক দূষণমুক্ত প্রগতিশীল সমাজের স্বপ্ন দেখে, যেখানে থাকবে না কোন প্রকার শোষণ ও অবিচার, প্রত্যেকে হবে স্বনির্ভর এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে একে অপরের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্প্রীতিতে ও সমভাবে বসবাসে করবে।

সমিতির উদ্দেশ্য-

- বিভিন্ন স্তরের পিছিয়ে পড়া পরিবারবর্গকে সংগঠিত করে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, বৈষম্য, দারিদ্রতা দূর করে স্বয়ম্ভর করা।
- মহিলাগণকে সংগঠিত করে তাঁদের সর্বস্তরে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা এবং নির্যাতন, বৈষম্য সমাজ থেকে দূর করা।
- শিশুদের সুস্থ, স্বাভাবিক ও উন্নতমানের জীবন যাপনের জন্য বিভিন্ন স্তরের মানুষজনের মধ্যে দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা তৈরি করা এবং শিশু বান্ধাব সমাজ তৈরি করতে সহযোগী হওয়া।
- শিশুদের সংগঠিত করা ও তাদের সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করার মাধ্যমে সর্বস্তরে অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করার মাধ্যমে দূষণ, উষ্ণায়ণ, প্রাকৃতিক সম্পদের লুন্ঠন প্রতিরোধ করা ও সাধারণ মানুষের জীবিকা সুনিশ্চিত করা এবং জীব বৈচিত্র্যকে সুরক্ষিত করা।
- সরকারী পরিষেবা, প্রকল্প, আইন ও নীতি সঠিক রূপায়ণে সহযোগী হয়ে সাধারণ মানুষের সার্বিক বিকাশ ঘটানো।

সরকারী নিবন্ধীকরণ-

- ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন এ্যাক্ট XXI, ১৮৬০ (XXVI ১৯৬১)-এর মাধ্যমে ১৯৫৬ সালে সমিতি নিবন্ধীকৃত।
- ভারত সরকারের গৃহমন্ত্রক দপ্তরের 'ফরেন কন্ট্রিবিউশান রেগুলেশান এ্যাক্ট, (FCRA)১৯৭৬' এর মাধ্যমে ১৯৮৮ সালে নিবন্ধীকৃত।
- কাজলা জনকল্যাণ সমিতি 'ইনকাম ট্যাক্স' এ্যাক্ট, ১৯৬১' এর মাধ্যমে ৮০জি ও ১২এ ধারায় নিবন্ধীকৃত।
- 'ইনকাম ট্যাক্স এ্যাক্ট, ১৯৬১ অনুযায়ী কাজলা জনকল্যাণ সমিতির TAN ও PAN রয়েছে।
- কাজলা জনকল্যাণ সমিতি 'ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স এ্যাক্ট-২০০৫' অনুযায়ী পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে 'নারী ও শিশু উন্নয়ণ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর', পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত।
- কাজলা জনকল্যাণ সমিতি 'দ্যা ওয়েস্টবেঙ্গল উইমেন'স এ্যান্ড চিলড্রেন'স ইন্সটিটিউশানস্ (লাইসেন্সিং) রুলস্, ১৯৫৮' অনুযায়ী অনুমোদন প্রাপ্ত।
- কাজলা জনকল্যাণ সমিতি দ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্স অন প্রোটেকশানস্, ট্রেডস্, কলিংস এ্যান্ড এমপ্লয়েমেন্টস্ এ্যাক্ট, ১৯৭৯' অনুযায়ী অনুমোদন প্রাপ্ত।

সমিতির কাজের এলাকা-

পূর্ব মেদিনীপুর	পশ্চিম মেদিনীপুর	ঝাড়গ্রাম	দক্ষিণ ২৪ পরগনা
২৫টি ব্লক ১৫০ টি গ্রাম	১ টি ব্লক ২১টি গ্রাম	২টি ব্লক ৪৪টি গ্রাম	১টি ব্লক ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ১৩টি গ্রাম

সমিতির মোট সদস্য-সদস্যা সংখ্যা – ৬৮১ জন, এঁদের মধ্যে ৬৭৯ জন সাধারণ সদস্য/সদস্যা এবং ২ জন আজীবন সদস্য।

সমিতির পরিচালক মন্ডলী

১। পশুপতি নন্দী- সভাপতি
২। আকবর আলী খান – সহসভাপতি
৩। স্বপন পন্ডা – সাধারণ সম্পাদক
৪। রূপা দাস – সহসম্পাদক
৫। প্রণয় কুমার পাল- কোষাধ্যক্ষ
৬। গৌরসুন্দর দাস – সদস্য
৭। সমীর গিরি – সদস্য
৮। শংকর প্রসাদ দাস – সদস্য
৯। বিজন মাইতি – সদস্য
১০। খগেন্দ্রনাথ দাস – সদস্য
১১। আশিস মাইতি- সদস্য
১২। প্রনব কুমার জানা- সদস্য
১৩। অর্চনা পন্ডা –সদস্যা
১৪। তনুশ্রী দেব – সদস্যা
১৫। নিলীমা চক্রবর্তী- সদস্যা
১৬। তপন দাস – সদস্য
১৭। গোপাল চন্দ্র কলা – সদস্য
১৮। শেফালী ভট্টাচার্য্য - সদস্যা
১৯। অতনু পন্ডা- সদস্য
২০। অশোক খুঁটিয়া – সদস্য
২১। তপন সাউ – সদস্য
২২। ডাঃ তথাগত দাস- সদস্য

স্মরণীয় যাঁরা

ঈশ্বর কানাইলাল নন্দী
ঈশ্বর বনবিহারী দেব

সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ

প্রয়াত অধ্যাপক সুধাংশু শেখর পন্ডা
প্রয়াত রাধাশ্যাম পন্ডা
প্রয়াত শিবরাম পন্ডা
প্রয়াত গোবিন্দ প্রসাদ গিরি
প্রয়াত অনিল বরণ দাস
প্রয়াত রঘুনাথ পাল
প্রয়াত সেক জোবেদ আলি
প্রয়াত সঞ্জীব কুমার মিশ্র

ভূমিকা-

প্রাক্ স্বাধীনতার সময় (১৯৪৫) এলাকার কয়েকজন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সরদা গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'মিলিত বান্ধাব' নামে একটি ছোট্ট ক্লাব। প্রত্যন্ত গ্রামের এই ক্লাবটি সাংস্কৃতিক চর্চা ও দরিদ্র মানুষদের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ও নানা ধরণের সামাজিক সমস্যা সমাধানে নিরলস চেষ্টা করেছে। পরবর্তীকালে 'মিলিত বান্ধব' ক্লাবটি পরিবর্তন হয়ে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি গড়ে ওঠে। প্রয়াত অধ্যাপক সুধাংশু শেখর পন্ডা, প্রয়াত রাধাশ্যাম পন্ডা ও প্রয়াত শিবরাম পন্ডা সহ অন্যান্য গ্রামবাসীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও প্রয়াত ফনীভূষণ দাস ও তাঁর শরিকগণের ভূমিদানে ফলে কাজলা জনকল্যাণ সমিতির গৃহ নির্মান হয় এবং ১৯৫৬ সালে সরকারী নিবন্ধীকৃত হয়। একটি ছোট্ট আটচালা থেকে গুটিগুটি পায়ে যাত্রা শুরু করে আজ নানা পরিষেবা নিয়ে বটবৃক্ষের ন্যায় সুবিশাল অট্টালিকায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। বর্তমান বছরে সমিতির প্ল্যাটিনাম জুবিলী বর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে।

সমিতি মনে করে একটি বেসরকারী সংগঠন হিসাবে এলাকায় এমন কিছু উন্নয়নের কাজ করা যা দীর্ঘ সময় স্থায়ী হবে এবং যা সরকারী ব্যবস্থার পরিবর্তনে সহযোগী হবে। এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তৈরি হয়েছে শিক্ষা কেন্দ্র, বিকল্প কৃষি প্রদর্শনী ক্ষেত্র, আদর্শ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী, খাদ্য নিরাপত্তার বিকল্প ব্যবস্থা, শিশু কেন্দ্রিক বানভাসী আস্রয়স্থল, সেতু পাঠক্রম, ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার, শিশু সুরক্ষা কমিটি, আদর্শ মানব পাচার প্রতিরোধ ব্যবস্থা, ইত্যাদি। ২০০১ সাল থেকে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সুসংহত বিকাশ ধারা মাথায় রেখে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে এবং সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, বুদ্ধিজীবি এবং সাধারণ মানুষ, সকলের কাছে পরিচিতি ও আস্থা অর্জন করেছে।

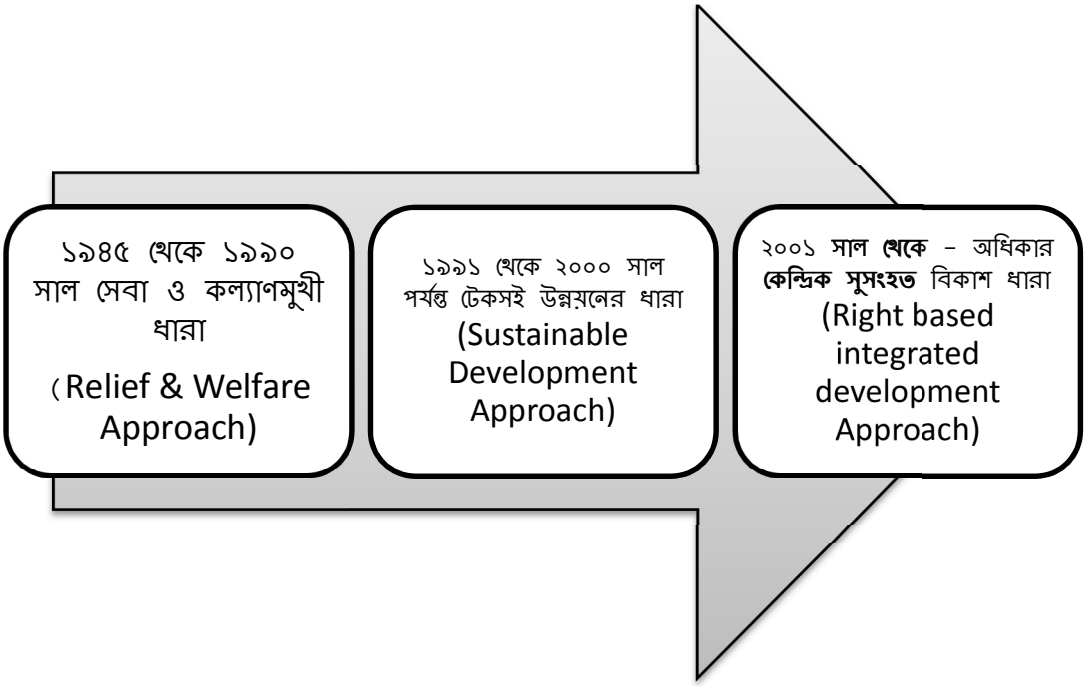

কাজলা জনকল্যাণ সমিতির কর্মকান্ড –

- শিক্ষা কর্মসূচী
- প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী
- স্বাস্থ্য কর্মসূচী
- মহিলাদের ক্ষমতায়ণ কর্মসূচী
- শিশু সুরক্ষা কর্মসূচী
- বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী

শিক্ষা কর্মসূচী

বর্তমান দিনে প্রতিযোগিতামূলক আর্থসামাজিক কাঠামোয় আত্মকেন্দ্রিক ভোগ বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার ঝোঁক বেড়েছে। শিশুর প্রতি তাই বাড়ছে চাপ, নষ্ট হচ্ছে মানবিক মূল্যবোধের বাঁধন। হারিয়ে যাচ্ছে সমানুভূতি, সমব্যথীতা ও মমত্ববোধ। মানুষ ভুলে যাচ্ছে বা উপেক্ষা করছে পরম্পরাগত জ্ঞানকে। আসল কথা হলো প্রকৃতি শিক্ষাই একটি পথ, যা মানবিক মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করে। সমিতি এই সবদিকগুলিকে মাথায় রেখে ১৯৯২ সাল থেকে শিশুর সার্বিক গুণমানের শিক্ষার উপর নির্ভর করে আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ঝাড়গ্রাম জেলায় শিক্ষা নিয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করে আসছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১টি ৩৭৩ জন ছাত্র-ছাত্রী							
প্রাথমিক বিদ্যালয় ৭টি ৫৭৮ জন ছাত্র-ছাত্রী							
প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় ৮টি ৪২১ জন ছাত্র-ছাত্রী		হাইস্কুল ও জুনিয়ার হাইস্কুল ৪ টি ২২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী	হাইস্কুল ২টি ৩৫৩৫ জন ছাত্র-ছাত্রী				
শিশু রক্ষণাগার ১টি ২৫জন ছাত্র-ছাত্রী	প্রাথমিক বিদ্যালয় ৫টি ৬০৪ জন ছাত্র-ছাত্রী	প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ২৩ টি ১৬০০ জন ছাত্র-ছাত্রী	প্রাথমিক বিদ্যালয় ১টি ১১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী	২৪টি ৩০০০ জন উপভোক্তা	৬টি কেন্দ্র ২৫৯ জন অনিয়মিত স্কুলে যায় এমন শিশু	২০টি সেন্টার ৬০৮ জন স্কুলছুট ও অনিয়মিত স্কুলে যায় এমন শিশু	৫টি ২০৫ জন স্কুলছুট ও অনিয়মিত স্কুলে যায় এমন শিশু
পূর্ব মেদিনীপুর	পূর্ব মেদিনীপুর	ঝাড়গ্রাম	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	ঝাড়গ্রাম	পূর্ব মেদিনীপুর	ঝাড়গ্রাম	দক্ষিণ ২৪ পরগনা
নিজস্ব বিদ্যালয়	সরকারী বিদ্যালয়			অংনওয়াড়ী কেন্দ্র	সেতু পাঠক্রম	এডুকেশান সাপোর্ট সেন্টার	

অনিমা দে শিক্ষা তহবিল

ডাঃ অরুণ শেখর দে মহাশয়ের আর্থিক সহযোগিতায় সৃষ্ট অনিমা দে শিক্ষা তহবিল থেকে বর্তমান বছরে ২ জন দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বার্ষিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং ২২জন ছাত্র-ছাত্রীকে মাসিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৫ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক ও খাতা সাহায্য করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে মোট ১লক্ষ ৫৩ হাজার নয়শ ছাব্বিশ টাকা সাহায্য করা হয়েছে।

সাহায্য	কতজন	মোট অর্থের পরিমান
মাসিক বৃত্তি	২২ জন	১১৪৭৫০/-
বইখাতা	১৯৫ জন	৩৩১৭৬/-
বার্ষিক বৃত্তি	২ জন	৬০০০/-

পাঠাগার

কাজলা জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে সমিতিতে ১৯৫৯ সালে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়। সমিতি বিশ্বাস করে পাঠাগার একটি তথ্য কেন্দ্র, কিন্তু বর্তমানে ইন্টারনেটের জালে এই পাঠাগারগুলির বাঁধাই বই জড়িয়ে পড়েছে। পড়ার অভ্যাস মানুষের মধ্যে দিনের পর দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই পড়ার অভ্যাস বাড়ানোর জন্য পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৩টি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার চালু করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার	জেলা	সংখ্যা	বইয়ের সংখ্যা	পাঠক সংখ্যা	গ্রাহক সংখ্যা
সাধারণ গ্রন্থাগার	পূর্ব মেদিনীপুর	১টি	১০০৮৪ টি	১২০৩ জন	২৫২৯ জন
শিশু গ্রন্থাগার	পূর্ব মেদিনীপুর	১টি	১২৫০ টি	৩৫২ জন	২৩৪ জন
ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার	পূর্ব মেদিনীপুর	২টি	৫২৬ টি	১৪৫ জন	১২৫ জন
	দক্ষিণ২৪ পরগনা	১টি	৪২৪ টি	১৫৬ জন	১৫৬ জন

স্কুল টু স্কুল কর্মসূচী

কাজলা জনকল্যাণ সমিতি ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে আসছে। এই কর্মসূচীতে 'গুঞ্জ'-এর সহযোগিতায় বর্তমান বছরে পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই কর্মসূচী রূপায়ণ করেছে।

জেলা	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**	**সংখ্যা**	**উপকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা**	**সহায়তার ধরণ**
পূর্ব মেদিনীপুর	নিজস্ব বিদ্যালয়	৮টি	১৩৭২ জন	টমস্ কোম্পানির জুতো, বসার আসন ও খেলনা এবং শিক্ষা সামগ্রী
	সরকারী বিদ্যালয়	৮টি	৬০৪ জন	
	সেতু পাঠক্রম	৬টি	২৫৯ জন	
	শিশু আবাস	১টি	৫০ জন	
ঝাড়গ্রাম	সরকারী বিদ্যালয়	২৬টি	২৩৭৪ জন	
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	সরকারী বিদ্যালয়	২টি	১৫১৮ জন	

সাংস্কৃতিক কর্মসূচী

কাজলা জনকল্যাণ সমিতি পরিচালিত বিদ্যালয় ও কেন্দ্রিয়ভাবে নিয়মিত যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালনীয় দিনগুলি পালন করা হয়। উল্লেখ্য বাংলা নববর্ষ, বসন্ত উৎসব, রবীন্দ্র জয়ন্তী, রাখী বন্ধন, স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবস, পরিবেশ দিবস, শিশু অধিকার সপ্তাহ, অরণ্য সপ্তাহ, রাজ্য শিশু সুরক্ষা দিবস, ইত্যাদি। বর্তমান বছরে সমিতি পরিচালিত দুটি বিদ্যালয়ের 'রজত জয়ন্তী' বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। সমিতির কেন্দ্রিয় অফিস, শাখা অফিস ও বিদ্যালয়গুলিতে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০০ জন ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকাগণ যোগদান করেছেন।

কাজলা জনকল্যাণ সমিতি বর্তমান বছর ৭৫বছরে পদার্পন করেছে। তাই এই আনন্দ মুহূর্ত রঙ্গীন করতে সমিতি এক বছর ধরে নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে যেমন- সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বয়স্ক ব্যক্তিদের শীতবস্ত্র বিতরণ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, সম্মাননা জ্ঞাপন ও বিভিন্ন আলোচনা চক্র ও পত্রিকা প্রকাশ, ইত্যাদি। ৭৫ বছর পূর্তির সমাপ্তি হবে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে।

দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ-

বর্তমান বছরে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি কর্মীদের ও সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করেছে।

বিষয়	কাদের জন্য	কতবার	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
বিষয় ভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতির উপর কর্মশালা	শিক্ষক-শিক্ষিকা	২ বার	৬০ জন
উপকরণ তৈরির কর্মশালা	শিক্ষক-শিক্ষিকা	৪ বার	৮৪ জন
সামর্থ্য নির্নায়ক কর্মশালা	শিক্ষক-শিক্ষিকা	৫ বার	১০৪ জন
নিরাময়মূলক কাজের জন্য কর্মশালা	শিক্ষক-শিক্ষিকা	১০ বার	১৩০ জন
সৃজণশীল কাজের জন্য কর্মশালা	শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রী	২ বার	৪৮ জন
শ্রেণীকক্ষ সজ্জা তৈরির জন্য কর্মশালা	শিক্ষক-শিক্ষিকা	৪ বার	৮৪ জন
শিশু সংসদ বিষয়ক কর্মশালা	শিশু	১ বার	১৩০ জন
শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা	এম.এস.ডব্লিউ ছাত্র-ছাত্রী	১ বার	১৪ জন ছাত্র-ছাত্রী

চালতাবেড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী মঞ্জু সিং। গরীব অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত পরিবারের মেয়ে। সে অনিয়মিতভাবে বিদ্যালয়ে জেত। কাজলা জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়ে গৃহপরিদর্শনে তার বাড়িতে যাওয়া হয় ও তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় সে স্কুলে নিয়মিত যায়না কেন? সে বলে সে অসুস্থ ও ডাক্তার বলেছে তার হার্টে ফুটো আছে। আর এই বিষয়টি মঞ্জুর বাবার কাছে হার্ট ফুটো ব্যাপারটা খানিকটা নাক ফুটোর মতোই। কিন্তু কাজলা জনকল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি তাকে প্রথমে নয়াগ্রাম হাসপাতালে ডাক্তার দেখানোর পরে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের অধীনে তাকে বিনা খরচে আর.এন. টেগোর হাসপাতালে অপারেশান করানো হয়। মঞ্জু এখন ভালো আছে এবং নিয়মিত বিদ্যালয়ে যায়।

নেটওয়ার্কিং ও এ্যাডভোকেশী-

কাজলা জনকল্যাণ সমিতি রাজ্যস্তরের 'ওয়েস্টবেঙ্গল এডুকেশান নেটওয়ার্ক'-এর সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া 'রাইট টু এডুকেশান ফোরাম'-এর সঙ্গেও যুক্ত থেকে শিক্ষা অধিকার আইন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমান বছরে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলির বর্তমান অবস্থা জানার জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং রাজ্যস্তরে রিপোর্ট প্রকাশে সক্রিয় সহযোগিতা করেছে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সকল বিদ্যালয়ে যাতে 'চাইল্ড সেফগার্ড পলিসি' লাগু করা যায় তার জন্য 'চাইল্ড সেফগার্ড পলিসি' তৈরির জন্য রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করেছে।

কর্মসূচীর প্রভাব-

- সমিতি পরিচালিত মডেল শিক্ষা কেন্দ্র দেখে এলাকার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠাঙ্গুলির সক্রিয়তা বেড়েছে।
- সরকারী শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সু-সম্পর্ক স্থাপন হওয়ার ফলে সমিতির শিক্ষা বিষয়ে চিন্তাভাবনার আদান প্রদান করতে সুবিধা হচ্ছে।
- কাজের এলাকায় ১৪ বছরের কম বয়সী স্কুলছুট শিশু নেই।
- সংগঠন জেলা তথা রাজ্যস্তরে সমিতি পরিচিতি লাভ করেছে।
- জেলা সর্বশিক্ষা মিশন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সঙ্গে সু-সম্পর্ক তৈরি হওয়ায় সরকারী বিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করার সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দ আজ বিপন্ন, আর তার সাথে সাথে বিঘ্নিত কৃষি ব্যবস্থা। সেই কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে বিষমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য উৎপাদন ও মানুষের খাদ্য স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে পরিবেশমুখী কৃষি ও কৃষিব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক যুক্ত জীবন-জীবিকার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে চাষী ও মহিলা কিষাণদের সংঘবদ্ধ সংগঠন তৈরি ও দক্ষতাবৃদ্ধির মাধ্যমে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ১২টি ব্লকে এবং শুষ্ক জলবায়ু পরিবর্তনের নিরিখে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মসূচী রূপায়ণ করেছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণে কে.কে.এস.-জার্মানী, এ্যাকশান এইড, ডি.আর.সি.এস.সি. ও কিষাণ স্বরাজ সমিতি সর্বতোভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

সংগঠন তৈরির কাজঃ

- খেজুরী-১নং ব্লকের ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬৯টি FIG/FWG গঠন করা হয়েছে। যার সদস্য/সদস্যার সংখ্যা ৭২৫জন এবং এই ৬৯টি FIG/FWG নিয়ে হেড়িয়া, লাক্ষী ও টিকাশী গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩টি ক্লাস্টার গঠিত হয়েছে।
- ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের ২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩টি গ্রামে পুরানো ৭৩টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে ৩৫টি গোষ্ঠীর ৩৭২জন সদস্যাকে নিয়ে ২টি ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। ১০৬জন কৃষককে নিয়ে ৮টি কৃষক দল ও ৬২ জন মহিলা কিষাণকে নিয়ে ৫টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে।
- ৩টি ব্লকে ৫টি গ্রামে ৯৬জন শিশুদের নিয়ে ৮টি ইকোক্লাব গঠন করা হয়েছে।
- ৪৩০জন কৃষক ও মহিলা কিষাণদের নিয়ে জেলা কিষাণ স্বরাজ সমিতি, ৫টি ব্লক কমিটি ও ২৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

প্রদর্শনীমূলক কাজ-

কাজ	সংখ্যা
পরিবার ভিত্তিক পুষ্টি বাগান	৮৭২ টি
৬টি কম্পোন্যান্ট ব্যবহার করে সু-সমন্বিত ক্ষেত্র	২২ টি
পুকুর ব্যবস্থাপনা	২০ টি
আলে চাষ	১৭ টি
যৌথ নার্শারী	২ টি
বিদ্যালয় বাগান	১০ টি
ধূমহীন চুল্লা	৩০ টি

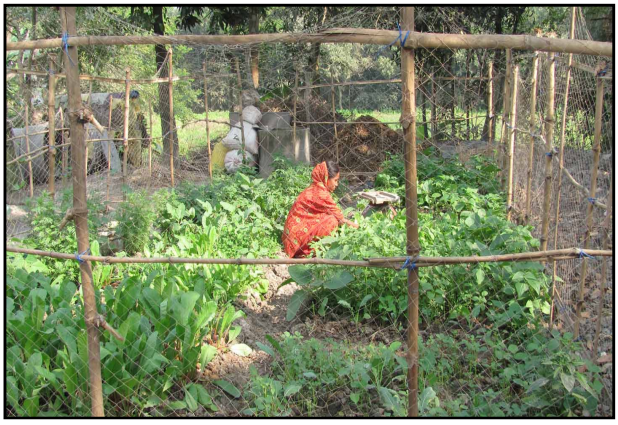

প্রসারমূলক কাজ-

কাজ	কতজন ও কত পরিমান
দেশীয় ও লুপ্তপ্রায় পরম্পরাগত দেশীয় বীজ বিতরণ	৯৭৫ জন কৃষক ও মহিলা কিষাণকে ২৩ ধরণের বীজ প্রদান করা হয়েছে
বস্তায় চাষ	৯৩৯ জন
মাশরুম চাষ	২৮৮ জন
সাবাই ঘাস উৎপাদন করে দড়ি তৈরি	৫৩ জন ১৩২৫০ কেজি সাবাই ঘাস উৎপাদন করেছে
কেঁচোসার উৎপাদন	২৪৯ জন ৯ টন সার উৎপাদন করেছে
জৈব ও জীবানু সারের ব্যবহার	৪৬৯ জন
কাদায় আলু চাষ	৪৩৬ জন ৯৮ বিঘা
পয়রা চাষ	৪৩৮ জন ২১৩ বিঘা

প্রচারমূলক কাজ-

- ১০টি ব্লকে ১০৩৭জনের উপস্থিতিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল, প্লাস্টিক ও থার্মোপল ব্যবহার বর্জন ও গাছ লাগানোর গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উৎযাপন করা হয়েছে।
- অরণ্য সপ্তাহে ১০টি ব্লকের ২৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৭৩৭ জন কৃষক/কিষাণীকে ৩০০০০ নিম, শিশু, পেয়ারা, মেহগিনি, আতা, চালতা, ঝাউ, গামার ইত্যাদি চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- ৩টি সরকারী কৃষিমেলা ও ৬টি অন্যান্য মেলায় স্টল দেওয়া হয়েছে।
- ৮টি বাজারে/হাটে প্রচার করা হয়েছে।

নেটওয়ার্কিং ও এ্যাডভোকেশী-

বিষয়	সংখ্যা
এ্যাজোলা পিট	২৩ জন
খ্যাঁকি ক্যাম্বেল হাঁস	৩৫ জন
লো-কষ্ট ভার্মি পিট	৪৮ জন
বীজ সহায়তা ও প্রদর্শনীমূলক চাষের সহায়তা	৭২ জন
মাশরুম চাষের সহযোগিতা	৩০ জন
মৌমাছি পালনের সহায়তা	১০ জন
সরকারী কৃষি প্রশিক্ষণ	৩৭৮ জন
প্রাণী প্রতিষেধক শিবির	৭ টি
লোকসভার প্রার্থীদের কাছে কৃষি সংক্রান্ত সমস্যার কথা তুলে ধরা	৫জন
সরকারী আধিকারিকদের সঙ্গে কৃষকদের কথোপকথন	১ বার ৬০জন

- কৃষকদের সাফল্যের পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।
- ৬৫০ জন কৃষক ও কিষাণীদের নিয়ে সম্মেলন হয়েছে ও গ্লাইফোসেট ব্যবহারের কুফল ও নিরাপদ বিষমুক্ত খাদ্য বিষয়ক আলোচনা হয়েছে।
- ২১৫ জন কৃষক ও কিষাণীদের নিয়ে বীজ অধিকার দিবস উৎযাপন উপলক্ষ্যে বীজ স্বরাজ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

সমিতির সম্পদ কর্মীদের দ্বারা বাইরে প্রশিক্ষণ দেওয়া		
বিষয়	**আয়োজক**	**কতগুলি/কতজন**
জৈব কৃষি ও নার্শারী	সরকারী কৃষি দপ্তর	৪ টি
এক্সপোজার	পাথরপ্রতিমা	১২ জন
	BMCDM	১০ জন
	বিথারী দিশা	১০ জন

বায়োল্যাবের কাজ-

ক্র.নং	উৎপাদিত সামগ্রী	মোট উৎপাদন	বিক্রয়
১	এ্যাজোটব্যাক্টর	১৭৭ কেজি	৭০ কেজি
২	পিএসবি	১৭৪ কেজি	৭০ কেজি
৩	ট্রাইকো ডারমা ভিরিডি	১৪০ কেজি	৭৭ কেজি
৪	ট্রাইকো ডারমা লিক্যুইড	৩৩ লিটার	৩৩ লিটার
৫	মাশরুম স্পন	৬৫০ প্যাকেট	৬৫০ প্যাকেট
৬	ভার্মি কম্পোস্ট	৪ টন	২ টন

কাজের বিনিময়ে বস্ত্র প্রদান কর্মসূচী

কাজলা জনকল্যাণ সমিতি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে 'গুঞ্জ'-এর সহযোগিতায় ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৩টি ব্লকের ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫০টি গ্রামে কাজের বিনিময়ে বস্ত্র প্রদান কর্মসূচী রূপায়ণ করেছে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে বর্তমান বছরে নিম্নলিখিত কাজগুলি করা গেছে এবং ২৮০৩টি পরিবার উপকৃত হয়েছে। এছাড়া নিম্নলিখিত কাজগুলি করার ফলে ১১৭ বিঘা জমিতে দোফসলী চাষ করা সম্ভব হয়েছে।

- জমির সমতলীকরণ – ৯টি
- জমির আল বাঁধাই – ৫টি
- বৃক্ষরোপন – ৫টি (১১বিঘা)
- পুকুর সংস্কার – ১৬টি
- রাস্তা তৈরি – ৩টি
- ড্রেন তৈরি – ২টি
- পুষ্টি বাগান তৈরি – ৫টি
- অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের ঘর তৈরি – ৩টি
- সাংস্কৃতিক মঞ্চ তৈরি – ২টি
- বসার মঞ্চ তৈরি – ২টি
- খালে বাঁধ দিয়ে চাষাবাদ করা – ৭টি

খেজুরী ১নং ব্লকের হেঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৫টি এফ.আই.জি.-এর সদস্য এবং ৩ জন কিষাণ স্বরাজ সমিতির সদস্য মিলে অক্টোবর, ২০১৮ তে বাগানের সব্জী চাষে কৃষি সিঞ্চয়ী যোজনার আওতায় বিন্দু জল সেচের জন্য যৌথভাবে সহকৃষি অধিকর্তার নিকট আবেদন জানান। উক্ত আবেদনে সাড়া দিয়ে কৃষি দপ্তর প্রথম ধাপে ১২জন কৃষককে ২০৯,১৪৮ টাকা সহায়তা করেন এবং দ্বিতীয় ধাপে ১৩জন কৃষককে ২২৬,৫৭৭ টাকা সহায়তা করেন।

এফ.আই.জি.-এর সদস্য এবং কৃষি দপ্তরের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় কৃষকদের নানা কৃষি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হচ্ছে।

বানিজ্যিক সব্জী চাষে সাফল্য-

ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ব্লকের ক্ষেত্রমোহন সিং এবং বীরেন সিং গত গ্রীষ্ম মরশুমে বানিজ্যিকভাবে ক্ষেত্রমোহন সিং লাউ ও করলা চাষ এবং বীরেন সিং লাউ চাষ করেছিলেন। নিজেদের শ্রম বাদ দিয়ে ক্ষেত্রমোহন বাবু চাষে খরচ করেছিলেন ১৫০০টাকা এবং বীরেন বাবু খরচ করেছিলেন ৩০০টাকা। ক্ষেত্রমোহন বাবু ৪০০টি লাউ ও ৪০কেজি করলা উৎপাদন করেছেন। বাড়িতে খাওয়া বাদ দিয়ে তিনি ফসল বাজারে বিক্রয় করে ৫৬০০টাকা আয় করেছেন। তার উৎপাদন সব মিলিয়ে ৩ মাস হয়েছে, যার মাধ্যমে প্রতি মাসে গড়ে ১৮০০ টাকা অতিরিক্ত আয় করেছেন।

এইরূপ বীরেন বাবু ২০০টি লাউ উৎপাদন করেছেন। লাউ ও ডাঁটা বিক্রি করে ৩৬৮০ টাকা আয় করেছেন। গড়ে প্রতি মাসে ১১০০টাকা অতিরিক্ত আয় করেছেন।

স্বাস্থ্য কর্মসূচী

কাজলা জনকল্যাণ সমিতির সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সমিতির স্বাস্থ্য বিভাগ, সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা কর্মসূচী রূপায়ণ করে চলেছে।

বর্তমান বছরে একটি স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, সাতটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং একটি গ্রামীন হাসপাতালের রোগী সহায়তা কেন্দ্রে রোগী সহায়ক নিয়োগ করে সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবাকে জনসাধারনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আপ্রান চেষ্টা করেছে।

রোগী সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড প্রদান-

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে সমস্ত সরকারী ও বেসরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অসুস্থ মানুষ ভর্তি থেকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পায়। শুধু তাই নয় ছুটির সময় উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে যাতায়াত বাবদ ভাড়া ও ঔষধ পাওয়া যায়। উক্ত পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রত্যেক হাসপাতালে ইমারজেন্সী বিভাগের সংলগ্ন একটি রোগী সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে, এবং বর্তমানে ৯টি কেন্দ্রে মোট ৩২জন রোগী সহায়ক কাজলা জনকল্যাণ সমিতি দ্বারা নিযুক্ত রয়েছে।

হাসপাতালের নাম	পরিষেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা
দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল	২৮৩ জন
বড়রাংকুয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৪৮৬ জন
মাজনা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	২১৬ জন
ভগবানপুর গ্রামীন হাসপাতাল	১৫৪ জন
শিলাবেড়িয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১৬২ জন
পটাশপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৬৩ জন
খড়িপুকুরিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১০ জন
রামচন্দ্রপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১৭ জন
বসন্তিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১০১ জন

স্পটাম ট্রান্সপোর্টেশান কর্মসূচী-

স্পটাম ট্রান্সপোর্টেশান কর্মসূচীতে তিনটি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র অর্থাৎ বসন্তিয়া, খড়িপুকুরিয়া ও মুগবেড়িয়ার সঙ্গে কাজ চলছে। এই কর্মসূচীতে ২জন কর্মী নিযুক্ত থেকে উল্লিখিত হাসপাতালগুলি থেকে স্পটাম নিয়ে কাঁথি CBNUT এবং IRL Kolkata-তে পাঠানো হচ্ছে। বর্তমান বছরে মোট ২০৩ জনের কফ্ পরীক্ষা করা হয়েছে এরমধ্যে ৩২ জনের কফে TB রোগের জীবানু সনাক্তকরণ করা গেছে।

অক্সিজেন পরিষেবা–

দুটি স্থায়ী অক্সিজেন সিলিন্ডার পরিষেবার মাধ্যমে মোট ৭জনকে আপদকালীন পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

এ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা–

বসন্তিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দুটি এ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে মুমূর্ষু রোগী এবং মা ও শিশুদের পরিষেবা দিয়ে আসছে। বর্তমান বছরে মোট ১০৮৭ জন রোগীকে কোলকাতা এবং জেলা ও মহকুমা সদর হাসপাতালে পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করা গেছে।

চক্ষু ও ছানী পরীক্ষা শিবির–

কাজলা জনকল্যাণ সমিতি, চৈতন্যপুর নেত্র নিরাময় নিকেতনের সঙ্গে যৌথ ভাবে চক্ষু ও ছানী পরীক্ষা শিবির করে চলেছে। বর্তমান বছরে ৫টি শিবিরে মোট ১১৬৫জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৭৮৩ জনের ছানী চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তাঁদের ছানী অপারেশান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য তহবিল–

বর্তমান বছরে মোট ১২জনকে স্বাস্থ্য তহবিল থেকে চিকিৎসার জন্য ৫০০টাকা করে সহযোগিতা করা হয়েছে।

রোগী কল্যাণ সমিতির সঙ্গে কাজ–

রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য হিসেবে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কাজ করে চলেছে। বসন্তিয়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়নে রোগী কল্যাণ সমিতির ৭টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়ণে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে মতামত পোষণ করা গেছে।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির–

কাঁথি ব্লাড ব্যাংকের মাধ্যমে বর্তমান বছরে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি ২টি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। মোট ১০৩জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

স্থায়ী শৌচাগার নির্মান কর্মসূচী–

রোটারী ইন্ডিয়া হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশানের সহযোগিতায় বর্তমান বছরে পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মোট ১১০টি স্থায়ী শৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এরফলে ১১০টি পরিবারে জলবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

NJPC **কর্মসূচী–**

প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ঋতুমতী মেয়েরা তাদের ঋতুকালে নানা সমস্যার সম্মুখিন হয়। নানান সামাজিক কুসংস্কার থেকে আজও মেয়েরা মুক্ত হতে পারেনি। বহু ক্ষেত্রে ঋতুকালে মেয়েরা সচেতনতার অভাবে স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, ফলে রোগের শিকার হয়। গুঞ্জ–এর সহযোগিতায় ঝাড়গ্রাম জেলায় মেয়েদের সচেতন করে তোলার জন্য কাজলা জনকল্যাণ সমিতি ১৪টি সচেতনতা শিবির করেছে।

মহিলা ক্ষমতায়ণ কর্মসূচী

ভারতের ইতিহাস সাক্ষী সকল ক্ষেত্রেই নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। সময়ের ক্রম পরিবর্তনে পুরুষেরা গ্রাস করেছে সকল রকম ক্ষমতা ও অধিকার। পাশাপাশি নারীরা হারিয়েছে নিজেদের অধিকার। এত কিছু আইন থাকার পরেও নারীরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানা ধরণের শোষণ, নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। সকল ক্ষমতা ও অধিকারগুলি বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কাগুজে হয়ে থেকে গেছে। একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে আজও আমরা নারীদের অধিকার ও ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলছে। সমিতি তার ক্ষমতায় আমাদের রাজ্যের চার জেলাতে মহিলাদের সংগঠন তৈরির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ণ ঘটানো, কুসংস্কার ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করা ও নারী ক্ষমতা ও অধিকার স্থাপনের লক্ষ্যে নানা বিষয়ের ওপর সচেতনতা তৈরির সাথে সাথে ও দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ সাফল্যের সাথে করে চলেছে।

মহিলা ক্ষমতায়ণ ও লিঙ্গ সমতা নিয়ে সমিতি বর্তমান বছরে যে সমস্ত কর্মসূচীগুলি সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ করেছে তা নিম্নরূপ-

কর্মসূচী	কাজের সাফল্য
সংগঠন তৈরি	• ৪৪৯জন মহিলা নিয়ে ৪৩টি দল তৈরি হয়েছে
সচেতনতা ও ধারণা শিবির	• ২০২৩ জন মহিলাকে নিয়ে ১১৯ টি দল গঠন বিষয়ক আলোচনা • ৩৯৪২ জন মহিলাকে নিয়ে ১৪৬ টি মাতৃযান ও জননী সুরক্ষা ও মা শিশুর টিকাকরণ বিষয়ক আলোচনা • ৫৯৮জন মহিলাকে নিয়ে ২৩টি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প বিষয়ক আলোচনা • ৪৭৭ জন মহিলাকে নিয়ে ৯টি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ণ বিষয়ক আলোচনা • ৪৫৯জন মহিলাকে নিয়ে ২৬টি বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর ও আইনগত দিক বিষয়ক আলোচনা • ৩৪২ জন মহিলাকে নিয়ে ১৭টি শিশু শ্রমিক ও পাচার নিয়ে ও আইনগত দিক বিষয়ক আলোচনা • ১৯৬ জন মহিলাকে নিয়ে ৭টি গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধ আইন বিষয়ক আলোচনা • ৬০৮ জন মহিলাকে নিয়ে ১৯টি লিঙ্গ সমতা বিষয়ক আলোচনা • ৩০৫জন মহিলার উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে লিঙ্গ সমতার উপর আলোচনা
দক্ষতা বৃদ্ধি	• ৩৪৩২ জন মহিলাকে নিয়ে ১৪৩টি দল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ • ১৭১২জন মহিলাকে নিয়ে ১০৭টি নিয়ম তৈরি সংক্রান্ত কর্মশালা • ৮২২জন মহিলাকে নিয়ে ১৩৭টি অর্থনৈতিক লেনদেন, হিসাব ও রেজুলেশান লেখা সংক্রান্ত কর্মশালা • ১৪৪ জন মহিলাকে নিয়ে ১৬টি এক্সচেঞ্জ • ২৩৪ জন মহিলাকে নিয়ে ৯টি ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ • ২৫৩ জন মহিলাকে নিয়ে ১১ টি যৌথ আয় উদ্যোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ

বর্তমান বছর অবধি তিনটি জেলায় ৯৪৩৭জন মহিলা নিয়ে ৮৭৭ টি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ৬৫টি ক্লাস্টার/গুচ্ছ সমিতির সঙ্গে সমিতি নানা ধরণের উন্নয়ণ মূলক কর্মসূচী সাফল্যের সঙ্গে রূপায়ণ করেছে।
সরকারী সুযোগ গ্রহণে মহিলাদের সাফল্য-

- ৩৯৩ জন গর্ভবতী মা সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব ও নিশ্চয়যানের সুযোগ গ্রহণ করেছে।
- সরকারী শ্রম দপ্তর অধীনস্থ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প থেকে ৪৬৪৫টি পরিবার সাসফাউ, নির্মান কর্মী ও পরিবহন কর্মীর সুযোগ গ্রহণ করছে।
- প্রাণী সম্পদ দপ্তর থেকে ৩৬৫৬টি পরিবার টিকা, গোখাদ্য ও ঔষধ ইত্যাদি সুযোগ গ্রহণ করছে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সাফল্য –

বিষয়	মহিলার সংখ্যা
সামাজিক কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন	২৩৯৫ জন
পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন	২১১৬ জন
পারিবারিক সম্পত্তির মালিকানা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন	১২৬৭ জন
বার্ষিক গড় আয় ১৭২৫টাকা করে বেড়েছে	৪৬৫১ জন
বাল্যবিবাহের কুফল, শিশু শ্রমিক ও পাচারের কুফল সম্পর্কে জেনেছে ও এলাকায় এইগুলি প্রতিরোধে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে	২২০৫ জন
নারী নির্যাতন প্রতিরোধে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছে	১৫৯৬ জন
এলাকার দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পড়ার সামগ্রী ও আর্থিক সাহায্য করেছেন	৩৯২৯ জন

বিশেষভাবে উল্লেখ্য বর্তমান বছরে সমিতির সঙ্গে যুক্ত মহিলা দলগুলির মধ্যে ৩৭৩টি দল মোট ১৫৭১৬০টাকা এলাকার দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার জন্য ও দুঃস্থ পরিবারের লোকেদের চিকিৎসার জন্য অনুদান হিসেবে তুলেছে এবং তা খরচ করেছে। ৫৩টি ক্লাস্টার নিজেদের উদ্যোগে অরণ্য সপ্তাহ, রাখীবন্ধন উৎসব, আন্তর্জাতিক নারী দিবস সহ অন্যান্য পালনীয় দিন পালন সহ বার্ষিক মহিলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং মহিলা সম্মেলন আয়োজন করেছেন।

মহিলা স্বনির্ভর দলের সদস্যাদের দ্বারা বিভিন্ন আয় উদ্যোগে ব্যাঙ্ক ঋণের ব্যবহার

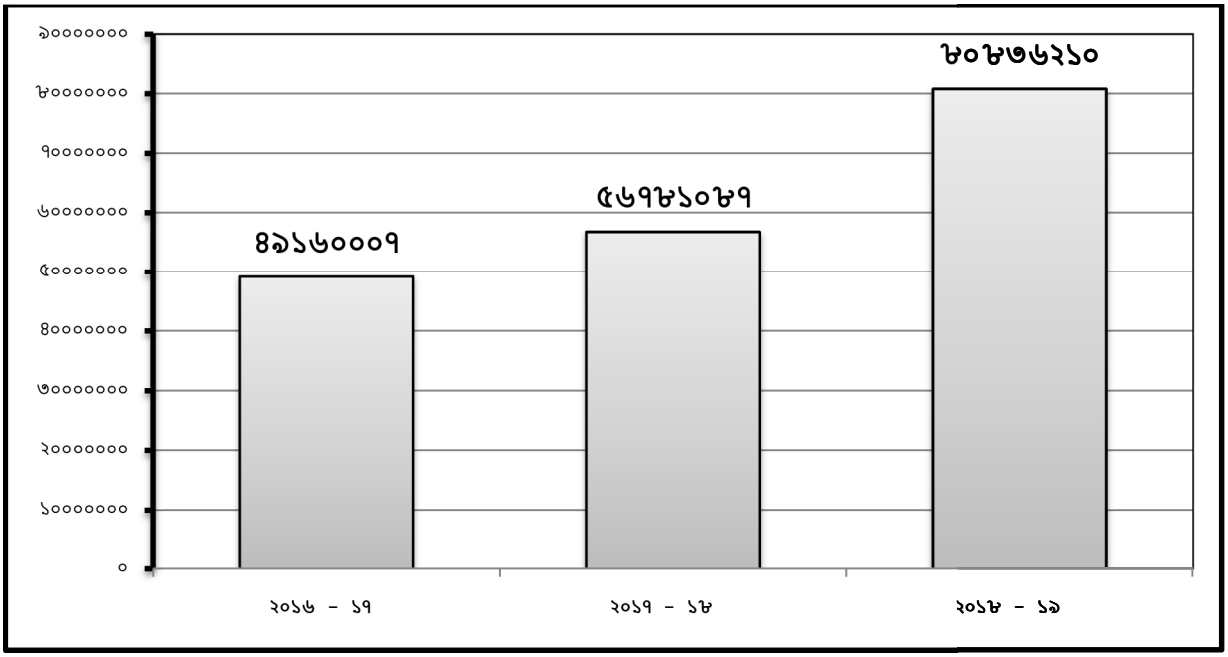

আয় উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত মহিলাদের পরিসংখ্যান

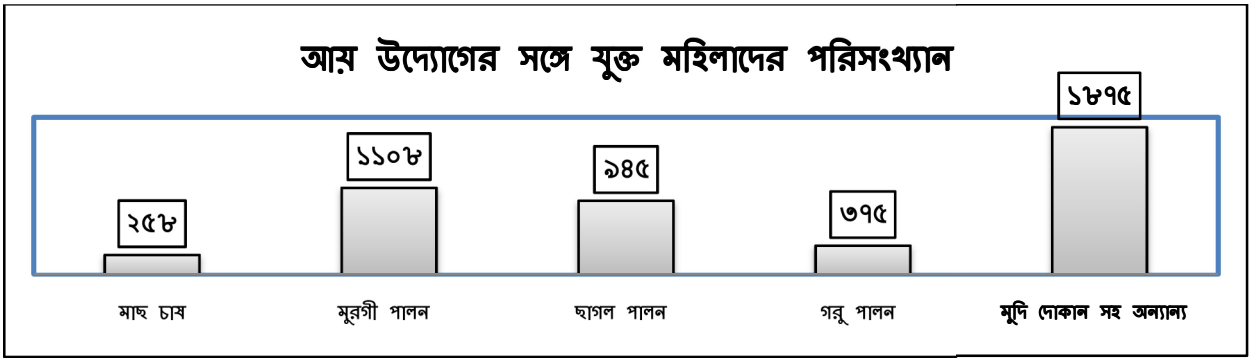

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার দেশপ্রাণ ব্লকের দারিয়াপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দৌলতপুর **গ্রামের** দিগন্ত মহিলা দলের সদস্যা মিনতী মাইতি। **ঊষা ইন্টার ন্যাশানাল লিমিটেডের সহযোগিতায় কাজলা জনকল্যাণ** সমিতির সহযোগিতায় ৭ **দিনের সেলাই সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ** সহ নতুন সেলাই মেসিন নিয়ে আজ স্বনির্ভর। এলাকার ২১ জনকে সেলাই শেখানোর সাথে মহিলাদের শায়া, ব্লাউজ, চুড়িদার, **ফ্রক সহ বিভিন্ন নতুন পোশাক** তৈরি ও পুরানো পোশাকের **সারাইয়ের কাজের মাধ্যমে আজ** গড়ে ২০০০ টাকা বা তার বেশী ও রোজগার করে, আজ ষাট ঊর্দ্ধ বয়সেও **খাওয়া পরার জন্য অপরের ওপর** নির্ভর হতে হয় না। আজ তিনি সত্যিই স্বনির্ভর।

সুপ্রিয়ার চেষ্টা.....

কাঁথির দেশপ্রাণ ব্লকের চালতি গ্রাম পঞ্চায়েত পূর্ব গোবিন্দপুর গ্রামের মা **লক্ষ্মী মহিলা দলের** সদস্যা সুপ্রিয়া সাউ। **বাড়ির মূল রোজগারের পথ হিসাবে ছিল ছোট্ট গুমটিতে কিছু চকলেট বিস্কুট ও সামান্য** আলু, পেঁয়াজ সরিষার তেল সহ দু-**তিনটে ভূষিমাল জিনিসের** ব্যবসা। মাসে রোজগার ছিল প্রায় ১ **থেকে দেড়** হাজার টাকা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে যুক্ত হয়ে গত ৮-৯ **বছরে** ব্যবসার বিভিন্ন ধারনার সাথে নিয়েছেন ৮৩ টাকা ঋণ। আজ ভূষিমাল দোকানটি বড় হয়েছে। **সকল ধরনের ভূষিমাল জিনিসপত্র নিয়ে ব্যবসাটি পরিচালনা** করেন সুপ্রিয়া দেবী নিজে। **সাংসারিক কাজের সময়ে স্বামী** বসেন দোকানে। **অন্যান্য সময় স্বামী অন্যান্য ছোট** ব্যবসার কাজে যুক্ত হন। ভূষিমাল দোকান থেকে সুপ্রিয়া দেবীর মাসে গড় আয় ৯ থেকে ১০ হাজার টাকা। **নিজের** থাকার জন্য একতলা পাকার বাড়ি, **ব্যবসার প্রয়োজনে** মোটর সাইকেল ও রিক্সা করেছেন। **আর একমাত্র ছোট্ট** মেয়ে এখন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে যায়। **স্বপ্ন নিজের দোকানটিকে** আরও বড় করার।

শিশু সুরক্ষা কর্মসূচী

সমাজে গরীব ও বড়লোক প্রায় প্রতিটি পরিবারেই শিশুরা অনেক বেশি ঝুঁকির মধ্যে থাকে। বর্তমান আর্থ-

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে শিশুরা নানাভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন হচ্ছে তা সংবাদ মাধ্যম দেখলেই উপলব্ধী হয়। ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সুরক্ষিত বলয়ের মধ্যে ধরে রাখার লক্ষ্যে জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিটের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কাজ করে চলেছে। **বর্তমান** ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি-৩নং ব্লকের ভাজাচাউলী গ্রাম পঞ্চায়েত, রামনগর ২**নং ব্লকের মৈতানা গ্রাম পঞ্চায়েত** এবং দক্ষিণ ২৪ **পরগনা জেলার মগরাহাট**-২নং ব্লকের মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম স্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটিগুলিকে শক্তিশালী করে এবং এলাকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানা কর্মসূচী রূপায়ণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীকে সঠিকভাবে রূপায়ণের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন হামিংবার্ড ফাউন্ডেশান।

বর্তমান আর্থিক বছরে গ্রাম স্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটির পুনর্গঠনের তথ্য		
জেলা	*ব্লক*	*ভি.এল.সি.পি.সি.-র সংখ্যা*
পূর্ব মেদিনীপুর	পটাশপুর-১	১২০ টি
	পটাশপুর-২	১০৬ টি
	রামনগর -২	১২৫ টি
	এগরা -১	১২২ টি
	এগরা -২	১৩৩ টি
	দেশপ্রাণ	১২৫ টি
	কাঁথি-৩	১০৬ টি
	খেজুরী-১	৮৭ টি
	খেজুরী-২	৮৮ টি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	মগরাহাট-২	২১৪ টি

ব্লক শিশু সুরক্ষা কমিটির সভার তথ্য		
জেলা	**ব্লক**	**সভার সংখ্যা**
পূর্ব মেদিনীপুর	এগরা -১	৩ টি
	এগরা-২	৫ টি
	খেজুরী-১	২ টি
	খেজুরী-২	২ টি
	দেশপ্রাণ	১ টি
	কাঁথি-৩	১ টি
	পটাশপুর-১	২ টি
	পটাশপুর-২	২ টি
	রামনগর-২	১ টি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	মগরাহাট-২	২ টি

সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ				
জেলা	**হাইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বাল্যবিবাহ ও পাচার প্রতিরোধে সচেতনতা শিবির**	**গ্রাম পঞ্চায়েতে আলোচনা সভা**	**ভি.এল.সি.পি.সি.-র আলোচনা সভা**	**মহিলা দল/ক্লাস্টারে আলোচনা**
পূর্ব মেদিনীপুর	১২ টি	৩৯ টি	১০৬ টি	১০৩ টি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	২৩ টি	১৪ টি	১৫৬ টি	১৩ টি

দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ				
জেলা	**বিষয়**	**কাদের জন্য**	**কতবার**	**অশগ্রহণকারীর সংখ্যা**
পূর্ব মেদিনীপুর	শিশু অধিকার, সু-সংহত শিশু সুরক্ষা প্রকল্প, জে.জে. এ্যাক্ট, বাল্যবিবাহ, পাচার	গ্রাম স্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্য-সদস্যা	৭ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮ বার	৪৭০ জন
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	তথ্য সংগ্রহ, পরিকল্পনা তৈরি, জে.জে. এ্যাক্ট, বাল্যবিবাহ, পাচার	গ্রাম স্তরের শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্য-সদস্যা	৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৮ বার	২৪৫জন

কাঁথি ৩নং ব্লকের ভাজাচাউলী গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাটবাড় গ্রামের ১৫ বছরের সুজাতা মহতা, পিতা- সুশান্ত মহতা, মা- মিনু মহতা। সুজাতা যখন নবম শ্রেণিতে পড়তো, তখন তার বাবা মা জোর করে বিয়ে দেয়। পরে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি এবং ভাজাচাউলী গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় ফিরে আসে এবং পুনরায় পড়াশুনা শুরু করে। তার এই মানসিক পরিবর্তনের জন্য তাকে কাঁথি ও এগরা মহকুমা প্রশাসন থেকে সাহসিকতার পুরস্কারে পুরস্কৃত করে। বর্তমানে সুজাতা ধান্যঘরা হাইস্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়াশুনা করে।

তপোবন শিশু আবাস

যত্ন ও সুরক্ষার অভাবে অনেক শিশুই তাদের শৈশবে হারিয়ে যায়। সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বড় হতে পারে না। কাজলা জনকল্যাণ সমিতি এই সমস্ত শিশুদের নিরাপদ শৈশব সুনিশ্চিত করার জন্য জে. জে. এ্যাক্ট অনুযায়ী একটি শিশু আবাস "তপোবন শিশু আবাস" পরিচালনা করে। এই শিশু আবাসটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ণ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের অনুমোদিত ও সাহায্য প্রাপ্ত। বর্তমানে শিশু আবাসে ৩৮জন আবাসিক রয়েছে। শিশুদের সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য ১১জন সর্বক্ষণের কর্মী ও এঁদের সহযোগিতা করার জন্য আরও ১৯জন আংশিক সময়ের কর্মী রয়েছেন।

শিশুদের বিকাশের লক্ষ্যে শিশু আবাসের উদ্যোগ-

- দুবেলা কোচিং
- সপ্তাহে ১ দিন ক্র্যাফটের কাজ
- সপ্তাহে ১ দিন অঙ্কনের ক্লাস
- সপ্তাহে ১ দিন আবৃত্তির ক্লাস
- সপ্তাহে ১ দিন কম্পিউটার শেখার ক্লাস
- সপ্তাহে ১ দিন সাংস্কৃতিক চর্চা
- প্রতিদিন বিকালে খেলাধূলার ক্লাস
- সকলের জন্য গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা
- দুইজন বাদে সকলে সরকারী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ণ করে
- নিয়মিত সামাজিক ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা
- প্রত্যেকের জন্মদিন পালন

আবাসিকদের বিনোদনের জন্য ব্যবস্থা-

টিভি দেখানো, হোম থিয়েটারের মাধ্যমে গান শোনানো হয়, ইনডোর ও আউটডোর খেলার ব্যবস্থা, বাগান তৈরি, পালনীয় দিন উদ্‌যাপন, ইত্যাদি।

কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য-

- ২জন আবাসিক মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।
- ২জন আবাসিক উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, এরমধ্যে একজন এ গ্রেডে ও আর একজন বি+ গ্রেডে।

- ১৮জন শিশুকে তাদের বাড়িতে পাঠানো হয়েছে।
- জেলাস্তরে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ১৩জন শিশু পুরস্কৃত হয়েছে।
- ১১জন আবাসিকের তৈরি (বৃত্তিমূলক কাজ) জিনিস ন্যায্যমূল্যে কিনে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ এবং অনুষ্ঠানে অতিথিদের দিয়েছেন। শিশুদের উপার্জিত অর্থ তাদের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হয়েছে।

আলোর হাতছানি-

রাজু নিমতৌড়ী 'সা হোমে' থেকে তপোবন শিশু আবাসে এসেছে ২০১৭ সালের অক্টোবর মাসের ৩১ তারিখে। নিমতৌড়ী 'সা হোমে' আসার আগে রাজুকে ভগবানপুর গ্রামের একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। সেই বাড়ির মালিকের নাম ছিল গৌরহরি ঘোড়াই। পরে গৌরহরি ঘোড়াই রাজুর বাবা হিসেবে পরিচিত হয়। সেই বাবা রাজুকে সারাদিন তার বাড়ির সব কাজ করাতো। এমনকি কখনো কখনো নরঘাট স্ট্যান্ডে ভিক্ষাবৃত্তিও করাতো। পুলিশ জানতে পেরে তাকে উদ্ধার করে জেলা শিশু কল্যাণ সমিতির নির্দেশে নিমতৌড়ী 'সা হোমে' পাঠায়। নিমতৌড়ী হোমে থাকা কালীন একবার প্রাচীর টপকে পালিয়ে যায়। পুলিশ ধরে আবার তাকে ঐ 'সা হোমে' রেখে যায়। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৬ বছর। ঐ 'সা হোমে' থাকা কালীন কোলকাতার এক দম্পতি তাকে দত্তক হিসাবে নিয়ে যায়। কিছুদিন সেখানে থাকার পরে সেখানে মানিয়ে নিতে না পেরে বিদ্যালয় থেকে পালিয়ে যায়। বাড়িতে থাকলেও যেখানে সেখানে লুকিয়ে যেত। তাই সেই দম্পতি তাকে রাখতে না পেরে আবার হোমে ছেড়ে দিয়ে যায়।

৬বছরের বেশি বয়স হওয়ায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শিশু কল্যাণ সমিতি তাকে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি পরিচালিত 'তপোবন শিশু আবাস' এ স্থানান্তরণ করে। তপোবন শিশু আবাসে থাকতে থাকতে সকলের সাথে তার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তাকে হিঞ্চি বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়। কিছুদিন থাকার পরে একদিন শিশু আবাস কর্তৃপক্ষ জানতে পারে যে, বাঁকুড়া জেলার এক দম্পতি রাজুকে দত্তক নিতে চায়। প্রথমেই রাজু তার পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সে যেতে অস্বীকার করে। নিয়মিত কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে সে যেতে রাজি হয় এবং বাঁকুড়ার দম্পতি নিয়মিতভাবে দেখা করতে আসে। দীর্ঘ কাউন্সেলিংয়ের পরে রাজু রাজি থাকায় সরকারী নিয়ম অনুযায়ী তাকে ২০১৯ সালে দত্তক দেওয়া হয়। এখন রাজু তার নতুন মা বাবার কাছে আনন্দে আছে এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে।

শিশু সংগঠন-

শিশুদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি কাজ করে থাকে। সমস্ত কর্মসূচীতে শিশুরা নানাভাবে জড়িয়ে থাকে এবং তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করে আসছে। হামিংবার্ড ফাউন্ডেশানের সহযোগিতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মগরাহাট-২ নং ব্লকের মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩টি গ্রাম সংসদে শিশুদের সংগঠিত করে শিশু পাচার প্রতিরোধের জন্য কাজ করছে। শিশুদের সংগঠিত কয়ার জন্য ৩৬টি শেসনের একটি 'মডিউল' তৈরি করে কাজ করা হচ্ছে। প্রতি সপ্তাহে একবার করে শেসন নেওয়া হয়। এই শিশু সংগঠনগুলির সঙ্গে মোট ২৫৮জন শিশু সরাসরি যুক্ত রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই আবার 'স্বয়ংসিদ্ধা' কর্মসূচীর সঙ্গে যুক্ত আছে। বর্তমান বছরে পুরানো শিশু সংগঠনের প্রতিনিধিরা গ্রামের অন্য শিশুদের শেখানোর কাজ করছে।

এছাড়া পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ১২টি এবং ঝাড়গ্রাম জেলায় ২৩টি শিশু সংগঠন সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

শিশু সম্পদ কেন্দ্র-

শিশুদের মধ্যে যে প্রতিভা রয়েছে তা পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রকাশ পায়। আমাদের সমাজ ও পরিবার এমন কিছু সংস্কারে আবদ্ধ, যেখানে শিশুরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের মেলে ধরতে পারে না অথবা তাদের প্রতিভা প্রকাশের জন্য যে ধরণের সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার সেগুলি অনেকের জীবনে জোটে না। তাই কাজলা জনকল্যাণ সমিতি ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় মোট ৫ টি শিশু সম্পদ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এই সম্পদ কেন্দ্রগুলিতে শিশুরা নিয়মিত আসে এবং পড়াশুনা, সাহিত্য চর্চা, বিতর্ক সভা, ক্যুইজ, খেলাধূলা, গবেষণামূলক কাজ, বিভিন্ন বিষয়ে সমীক্ষা, ইত্যাদি করে থাকে।

বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী

পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্র তীরবর্তী পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা দুর্যোগপূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত। সরকারী তথ্য অনুসারে বেশির ভাগ মানুষ মাটির গৃহে বসবাস করে এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কোন বিপর্যয় প্রতিহত করার পরিকল্পনা নেই। প্রতিটি স্কুলে বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই ও প্রতিটি বিল্ডিং বিপর্যয় নিরিখে ভঙ্গুর বা দুর্বল, এছাড়া বিপর্যয়ের সময় শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি মা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সঠিক বাসস্থান, খাদ্য, পানীয় ও সুরক্ষার অভাব রয়েছে। তাছাড়া বিপর্যয় মোকাবিলা আইন-২০০৫ এর সঠিক রূপায়ণ এখনও সম্ভব হয়নি।

তাই ২০০৯ সাল থেকে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর জন্য শিশু কেন্দ্রিক বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী সরকারী দপ্তর, স্টেট ইন্টার এজেন্সী গ্রুপ ও কাজলা জনকল্যাণ সমিতি যৌথ উদ্যোগে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় কাজ শুরু হয়েছে। এই কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য জেলা প্রশাসন, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় মানুষের সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

বিপর্যয় প্রবণ এলাকায় বিপর্যয় মোকাবিলার উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকি, ক্ষয়ক্ষতির হার কমানো ও জীবনহানি বন্ধ করা।

বিপর্যয় প্রবণ গ্রামে মানুষের মধ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত সচেতনতা, দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এলাকার বিপর্যয় ব্যবস্থাপনায় মানুষের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা।

বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর ও মোকাবিলার জন্য যে নীতি সমূহ ও পরিষেবা আছে সেগুলির ব্যবহার সুনিশ্চিত করাএবং সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখা।

রাজ্য নেটওয়ার্ক (State Inter Agency Group) এর সহযোগিতায় জেলা নেটওয়ার্ক (District Inter Agency Group) কে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে শক্তিশালী করে বিপর্যয় ব্যবস্থাপন বিভাগকে সক্রিয় করা।

বর্তমান বছরে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি নিম্নলিখিত কর্মসূচীগুলি রূপায়ণ করেছে।

বিপর্যয়ের পরবর্তীকালীন সহায়তা-

কি ধরণের বিপর্যয়	আয়োজক সংস্থা	সাহায্যকারী সংস্থা	কি ধরণের সাহায্য	সংখ্যা
বন্যা	কাজলা জনকল্যাণ সমিতি	সীডস্	বন্যা মোকাবিলাকারী মাটির বাড়ি	৯০ জন
বন্যা	কাজলা জনকল্যাণ সমিতি	সীডস্	বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রকল্প	১ টি স্কুল

বিপর্যয়ে ঝুঁকি কমানোর উদ্যোগ-

সচেতনতার বিষয়	আয়োজক সংস্থা	সাহায্যকারী সংস্থা	কোথায়	কাদের জন্য	সংখ্যা	কতদিন
জল ও শৌচালয় এবং বিপর্যয় পরবর্তী কালীন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য	কাজলা জনকল্যাণ সমিতি	সীডস্	নিশ্চিন্তপুর ও রানীচক গ্রাম পঞ্চায়েত, দাসপুর	গ্রামবাসী	২৩ টি	২৩ দিন
বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি	কাজলা জনকল্যাণ সমিতি	সীডস্	নিশ্চিন্তপুর ও রানীচক গ্রাম পঞ্চায়েত, দাসপুর	গ্রামবাসী	২৩ টি	২৩ দিন
বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানো	কাজলা জনকল্যাণ সমিতি ও দাসপুর-২ ব্লক প্রশাসন	সীডস্	দাসপুর-২ ব্লকের প্রশিক্ষণ কক্ষ	পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও গ্রামবাসী	১ টি	৪ দিন
সরকারী হোমে বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা অবস্থা জানা	কাজলা জনকল্যাণ সমিতি	ইউনিসেফ	৯টি সরকারী হোম	হোমের আবাসিক ও কর্মী	৯ টি	১৮ দিন

আশ্রয়স্থলের ব্যবহার-

কাজলা জনকল্যাণ সমিতির উদ্যোগে ও সেভ্ দ্যা চিলড্রেনের সহযোগিতায় পটাশপুর-১ ও ২ ব্লক এবং ভগবানপুর-২ নং ব্লকে তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনটি শিশু কেন্দ্রিক বানভাসী আশ্রয়স্থল রয়েছে। বিপর্যয়ের সময় এই আশ্রয়স্থলগুলিতে আর্ত মানুষজন পরিষেবা পাবে এবং বিপর্যয় ব্যাতিত সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ণমূলক সভা, শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণের কাজে ব্যবহার হবে। বর্তমান বছরে পটাশপুর ১ ব্লকের পুষা গ্রামের 'দিশারী' নামক বানভাসী আশ্রয়স্থলটিতে এলাকার শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া ও অনিয়মিত বিদ্যালয়ে যাওয়া শিশুদের নিয়ে এলাকার শিক্ষিত যুবকদের উদ্যোগে একটি কোচিং সেন্টার চলে। এই সেন্টারে ৭৫জন শিশু নিয়মিত আসে। এছাড়া পটাশপুর ২নং ব্লকের বামুন্দা গ্রামের 'সোনারতরি' আশ্রয়স্থলটিতে একটি গ্রামীন লাইব্রেরী চলে।

শিশু আবাসগুলিতে বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর উদ্যোগ ও শিশু সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণ কর্মসূচী -

আর্থ-সামাজিক কারণে বহু শিশু নিজের মা বাবার কাছে থাকতে পারে না। তাদের থাকতে হয় সরকারী ও বেসরকারী শিশু আবাসে। কাজলা জনকল্যাণ সমিতি, ইউনিসেফ ও ডাইরেক্টরেট অফ চাইল্ড রাইটস্ এ্যান্ড ট্রাফিকিং- এর যৌথ উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের ৮টি জেলার ৯টি সরকারী হোমের আবাসিকদের বিপর্যয়ের সময় ঝুঁকি কমানো এবং সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশু আবাসের আবাসিক ও কর্মীদের বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানো, স্বাস্থ্যাভ্যাস, শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে এবং তাদের অংশগ্রহণে ঝুঁকি কমানোর পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকটি শিশু আবাসের আবাসিক, কর্মী, অন্যান্য সরকারী আধিকারিকদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে কমিটি তৈরি করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রত্যেকটি শিশু আবাসের সেফটি সিকিউরিটি এ্যাসেসমেন্ট, সেফটি সিকিউরিটি প্ল্যান ও সেফটি সিকিউরিটি গাইডলাইন তৈরি হয়েছে এবং তা কার্যকরি করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টরেট অফ চাইল্ড রাইটস্ এ্যান্ড ট্রাফিকিং দপ্তরে জমা করা হয়েছে।

দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ-

প্রশিক্ষণের বিষয়	আয়োজক সংস্থা	সাহায্যকারী সংস্থা	কোথায়	কাদের জন্য	সংখ্যা	কতদিন
বিপর্যয় মোকাবিলার ঝুঁকি কমানো	কাজলা জনকল্যাণ সমিতি ও দাসপুর-২ ব্লক প্রশাসন	সীডস্	দাসপুর-২ ব্লক প্রশিক্ষণ কক্ষ	পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও গ্রামবাসী	১ টি	৪ দিন
সুনামি মকড্রিলে অংশগ্রহণ	জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দপ্তর	কাজলা জনকল্যাণ সমিতি	দীঘা ওসিয়ানাঘাট	গ্রামবাসী	১ বার	১ দিন
সুনামি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	রামনগর-১নং ব্লক	কাজলা জনকল্যাণ সমিতি	দীঘা ওসিয়ানাঘাট	গ্রামবাসী	১ বার	১ দিন
বিপর্যয় ও উন্নয়ণ	জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপন দপ্তর	কাজলা জনকল্যাণ সমিতি	জেলা পরিষদের সেমিনার হল	জেলা পরিষদের সদস্য-সদস্যা	১ বার	১ দিন
বিপর্যয় মোকাবিলা ও শিশু সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণ	কাজলা জনকল্যাণ সমিতি	ইউনিসেফ	৯ টি সরকারী হোম	হোমের আবাসিক ও কর্মী	৯ টি	২৭দিন
বিপর্যয় মোকাবিলা ও শিশু সুরক্ষা সুনিশ্চিতকরণ	রামনগর-১ ও ২ নং ব্লক, কাঁথি-১, দেশপ্রাণ ব্লক	কাজলা জনকল্যাণ সমিতি	৪ টি মাল্টিপার্পাস সাইক্লোন সেন্টার	মাল্টিপার্পাস সাইক্লোন সেন্টার ব্যবস্থাপন কমিটি ও গ্রামবাসী	৪ টি	৫ দিন

নেটওয়ার্কিং ও এ্যাডভোকেশী –

কাজলা জনকল্যাণ সমিতি ও State Inter Agency Group, West Bengal এর উদ্যোগে ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের সহযোগিতায় District Inter Agency Group তৈরি হয়েছে। এই প্লাটফর্মে ৩০টি বেসরকারী সংস্থা যুক্ত আছে। বর্তমান বছরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা শাসকের সেমিনার হলে District Inter Agency Group এর সদস্য ৩০টি বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি ও জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপন আধিকারিকের উপস্থিতিতে বিপর্যয় মোকাবিলার সময় কোর্ডিনেশান ও বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান বছরে State Inter Agency Group, West Bengal এর উদ্যোগে মোট ৬বার বিপর্যয় মোকাবিলার প্রস্তুতি সভা হয়েছে, সেখানে কাজলা জনকল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে সংগঠনের বিপর্যয় মোকাবিলার উপর মতামত প্রদান করেছেন।

বিভিন্ন সম্পদ সংগঠন ও সরকারী দপ্তর থেকে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও এক্সপোজার-

- State IAG, West Bengal ও UNICEF এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত Nutrition in Emergency বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবিরে কাজলা জনকল্যাণ সমিতির একজন কর্মী অংশগ্রহণ করেছে।
- কাজলা জনকল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সীডস্-এর সহযোগিতায় ব্যাংককে বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ে আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেছেন।
- বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কাজলা জনকল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক সীডস্-এর সহযোগিতায় ফিলিপিন্সে এক্সপোজারে অংশগ্রহণ করেছেন।

- পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে District Inter Agency Group কোর্ডিনেশানের জন্য কনভেনর হিসাবে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি দায়িত্ব পেয়েছে।
- পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় কাজলা জনকল্যাণ সমিতি বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পদ সংগঠন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।
- ব্লক ভিত্তিক বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর জন্য পরিকল্পনায় কাজলা জনকল্যাণ সমিতি অংশগ্রহণ করেছে।
- রাজ্যের বিভিন্ন জেলাতে ৯টি সরকারী হোমের বিপর্যয়ের ব্যবস্থাপনা অবস্থা জানা এবং বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রশিক্ষণ ও পরিকল্পনা তৈরির কাজে কাজলা জনকল্যাণ সমিতি অংশগ্রহণ করেছে।
- কাজলা জনকল্যাণ সমিতি Global Network of Civil Society Organization for Disaster Reduction (GNDR) সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সামাজিক সালিশি-

কাজলা জনকল্যাণ সমিতি দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে পিছিয়ে পড়া এলাকার সার্বিক উন্নয়ণের কাজ করে আসছে। সমিতি মনে করে নারী ও পুরুষকে সঠিক পরামর্শ দিলে সুস্থ সমাজ ও সুস্থ পরিবেশ তৈরি সম্ভব। তাই সমিতি তার প্রতিষ্ঠার সময় থেকে পারিবারিক হিংসা নিয়ন্ত্রণ ও নিরসনের জন্য পরামর্শ দানের কাজ করে চলেছে। কাজলা জনকল্যাণ সমিতি কাঁথি ৩নং ব্লকের পারিবারিক হিংসা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সমস্যার ধরণ	আবেদনের সংখ্যা	সমাধান হয়েছে	সমাধানের প্রক্রিয়া চলছে	সমাধান হয়নি
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সমস্যা	৩২ টি	১৭ টি	১২ টি	৩ টি
পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে সমস্যা	১৮ টি	১১ টি	৫ টি	২ টি

বন্ধাত্ব এখন একটি সামাজিক অভিশাপ। শম্পা নামে একজন গৃহবধু বন্ধাত্ব জনিত পারিবারিক সমস্যা নিয়ে কাজলা জনকল্যাণ সমিতিতে আসে। পারিবারিক সমস্যার কারণে স্বামী-স্ত্রীর সমস্যা এমন পর্যায়ে পৌছায় যে তারা বিবাহ বিচ্ছিন্নের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলে। উভয় তরফের ব্যক্তিরা বহুবার আলোচনা করার পরেও সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হয়নি।

দুই পক্ষ অর্থাৎ শ্বশুর শাশুড়ী, স্বামী ও স্ত্রীকে নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক দিশা দেখিয়ে দেন কাজলা জনকল্যাণ সমিতি। ডাক্তার দেখিয়ে শম্পা পুত্র সন্তান লাভ করে। বর্তমানে শম্পা স্বামী পুত্র ও শ্বশুর শাশুড়ীকে নিয়ে সুখে ঘর করছে।

কাজলা জনকল্যাণ সমিতির বার্ষিক জমা খরচের হিসাব (০১/০৪/২০১৮ – ৩১/০৩/২০১৯)

জমা		খরচ	
বিষয়	**টাকার পরিমান**	**বিষয়**	**টাকার পরিমান**
প্রারম্ভিক মজুত			
ব্যাংকে মজুত	২৮৭৬৮২৩.৫৬		
হস্তে মজুত	১৬৬৯৬.০০		
অনুদান		শিক্ষা কর্মসূচী	৫৭২৪৪২৩.০০
কে.কে.এস.-জার্মানী	২৯৮২৮৪১.৪৬	স্বাস্থ্য কর্মসূচী	২৭৭১০৬৭.০০
ক্রাই	৬৩৬৫০০.০০	যুব ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ণ কর্মসূচী	৭৮১৪৩১.০০
স্টেট চাইল্ড প্রোটেকশান সোসাইটি, পঃসঃ	৩৫২৬২৫৯.০০	মহিলা ক্ষমতায়ণ কর্মসূচী	৩৫২৫০৪৮.০০
ইউনিসেফ	২৫৩৫০০০.০০	ইউ.বি.আই.-কাঁথি শাখাকে ঋণ ফেরত	৫৬৭৩২২৪.০০
ইন্ডিয়েন ফিলফে-হার্সিং, জার্মানী	২৮০০০০০.০০	কাজলা সমবায় কৃষি ঋণদান সমিতিকে ঋণ ফেরত	৩৯৫৯৩৪৪২.০০
হামিংবার্ড ফাউন্ডেশান – ইউ.কে.	১৮০১২৮৩.০০	এস.এইচ.জি.গুলোকে আয় উদ্যোগ কাজে সহযোগিতা করা	৭৭৭৪৯৮৪.০০
এ্যাকশান এইড এ্যাসোসিয়েশান	৮১১৫৮৬.০০	শিশু সুরক্ষা কর্মসূচী	১৪৪৯৯৭৬.৫০
রোটারী ইন্ডিয়া হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশান – কোলকাতা	৫০০০০.০০	বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী	৮২৩৯৪৮৮.৫০
ওয়েস্টবেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ স্পোর্টস্-পশ্চিমবঙ্গ সরকার	১০০০০০.০০	সমীক্ষা	৩৭৭২৯১.০০
সীডস্ - দিল্লী	৬৩৮০৭৮৪.০০	প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচী	২২৩৭৭৬০.৮০
দীঘা স্টেট জেনারেল হাসপাতাল	৪২৪১৩০.০০	শিশু আবাস	৪১০৬৯৩৫.০০
৮ টি বিপিএইচসি (আর.এস.কে)	১২৫৫১৫০.০০	আই.ই.সি. তৈরি	১৯৯১২৯.০০
সমাজ কল্যাণ পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার	৬৮২২০.০০	স্টাফ ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড স্টাফ ডেভে.	৯৭৭৪৯২.০০
লীলাবতী এ্যান্ড ফণীন্দ্রনাথ দে মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট	৫০০০০.০০	অর্গানাইজেশান বিল্ডিং	৬০৫৯৪.০০
স্থানীয় দান ও অন্যান্য বাবদ জমা	৩৫৬৪৩২৭.৭৭	ক্যাপিটাল আইটেম	২৪০৪৪৪৮.৬৪
স্টাফ ওয়েলফেয়ার এ্যান্ড স্টাফ ডেভেলপমেন্ট	৮৭০৪৫২.০০	প্রশাসনিক খরচ	১৪৫৫৩৩৫.৭০
বেনিফিশারীদের কাছ থেকে দান/ সাহায্য	২০৬১৭৫১.০০	অডিট ফিজ	২৮৬০০.০০
আয়কর দপ্তর থেকে কর ফেরত	৭৭৬০.০০	বৃত্তি কর	২৪০৩৯.০০
ইউ.বি.আই.-কাঁথি শাখা থেকে ঋণ গ্রহণ	৬৪৪১৬২৬.০০	টিডিএস	১২০২৪০.০০
কাজলা সমবায় কৃ.ঋ.দান সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ	৪১৯০৯৮২০.০০	অনুদান ফেরত (ক্রাই-ওয়েবেন)	১৬০০০.০০
এস.এইচ.জি.-র কাছ থেকে ঋণ আদায়	৩৪৮৮৮৯৫.০০	কর্মীদের অগ্রীম	৬৭৫৬৫.০০
আয় উদ্যোগ কাজের জন্য সাহায্য গ্রহণ	৪৭৯৯৬৮৩.০০		
ব্যাঙ্ক সুদ	২৬৩৫২২.০০		
বিভিন্ন ধরণের কর আদায়	২০৭৪৫৩.০০	ব্যাংকে মজুত	২৩৯৪৫৭১.৬৫
কর্মীদের কাছ থেকে অগ্রীম পরিশোধ	৭৯৭৭৫.০০	হস্তে মজুত	৭২৫২.০০
মোট	**৯০০১০৩৩৭.৭৯**	**মোট**	**৯০০১০৩৩৭.৭৯**

A.K. Panda & Co.
Chartered Accountants
M. No. – 050595